ADARSHA KAJER SANDHANAY (AKAS)

A Centre for Human Rights and Women's Development

আকাস

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২০ হইতে জুন ২০২১

আদর্শ কাজের সন্ধানে (আকাস)

প্রধান কার্যালয়ঃ পি এম এ সাত্তার ভিলা, বাড়ি নং- ২০ কৈলাশ ঘোষ লেন, আন্ডার গ্রাউন্ড, রাজার দেউরী, পোস্ট- বাংলাবাজার, থানা কোতয়ালী, ঢাকা- ১১০০

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

- ## কার্যক্রম ও অর্জন

  - কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ভার্চুয়াল কার্যক্রম চালু করা হয়।

  - ১৫টি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়।

- ## প্রধান প্রকল্প ও কার্যক্রম

  - কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি।

  - মহামারির সময় খাদ্য সহায়তা বিতরণ।

- ## চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

  - ফিল্ড কার্যক্রম সীমিত ছিল।

  - প্রক্তিগত অপ্রতুলতার কারণে কিছু এলাকায় যোগাযোগের সমস্যা।

- ## প্রস্তাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

  - ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি।

  - প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম উন্নয়ন।

- ## বার্তা

  - সমাজ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে ওঠে। এসব সংস্থা মানুষের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে, বিশেষ করে পল্লী বাংলার অবহেলিত, বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের জন্য। এই মানুষগুলোর আর্থ-সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়নের জন্য নেওয়া হয় নানান কর্মসূচি। এসব উদ্যোগের সঠিক বাস্তবায়নই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই প্রেক্ষাপটে, আকাস ১৯৯৯ সাল থেকে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে।

১. আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

আকাস মূলত মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে একটি উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সেবা, কল্যাণ, এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আকাস কাজ করে চলেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

ক) অসহায় দুস্থ বেকার ও দারিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্যোউন্নয়নের জন্য আর্থ সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজে লাগানোর মাধ্যমে পরনির্ভশীলতার গ্লানি মুক্তকরে আত্ম-নির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলা।

(খ) সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও ঝিমিয়ে পড়া লোকদের মাঠপর্যয়ে চিহ্নিত করে পেশা ভিত্তিক অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা বেকার, দুস্থ ও অসহায়দের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(গ) এলাকায় সঠিকভাবে পয়ঃনিস্কাশনের ব্যবস্থা করা। পাকা পায়খানা (সেনিটারী লেট্রিন), বিশুদ্ধ পানির সুন্দর সরবরাহ, আর্সেনিক চিহ্নিতকরণসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে তৃণমূল পর্যায়ে সু-স্বাষ্থ্য গঠনের সুযোগ প্রদান করা।

(ঘ) কর্মএলাকার চিহ্নিত স্থানীয় সম্পদ সমূহ যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে মানব কল্যাণ সাধন করা।

(ঙ) অভিষ্ঠ্যদল (Target Group) গঠন করান উদ্দেশ্যে কর্মী ও সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানকে সৃজনশীল চিন্তাধারা দিয়ে সাহায্য করা, তথ্য সংগ্রহ করা, মাঠ সম্প্রসারণ করা এবং মাঠ পর্যায়ে তৃণমূল মানুষের সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সার্বিক পদ্ধতি নির্ধরন করা।

(চ) গণসাংস্কৃতিক বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রেখে বিভিন্ন পথনাট্য, সংস্কৃতি সভামঞ্চ লোক সাংস্কৃতিক, বাংঙ্গালীর ঐতিহ্য বিজড়িত খেলাধুলার সুযোগ প্রদান করা।

(ছ) অপ্রতিষ্ঠনিক শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রধান্য দিয়ে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, পেশামূলক ও বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ করা।

(জ) মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র সহ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পর্কে জনগোষ্ঠিকে সচেতন করে উক্ত বিষয়ে স্থানীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা।

(ঝ) মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সমবায়ে অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান, হিসাব-নিকাশ এবং মানবিক গুনাবলী বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা ও পরিকল্পনা করা।

(ঞ) পরিবেশ সম্মত কৃষির ব্যবহার সহ উন্নত পদ্ধতিতে অনুন্নত এলাকায় অধিক ফসল ফলানো, মৎস্য চাষ করা ও বাজারজাত করণে সহায়তা করা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর খামার করা ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে পদক্ষেপ নেয়া।

(ট) পল্লীর অনুন্নত তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষের সাধারণ অবস্থার উন্নতির জন্য সরাসরি এবং উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়মিত সভা ও সমাবেশের ব্যাবস্থা করা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নেয়া।

(ঠ) বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্যেন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।

(ড) দুঃস্থও ছিন্নমূল মহিলাদের ও শিশুদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে উপযুক্ত কুটির ও হস্ত শিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থা ও বাজারজাত করার পদক্ষেপ'র গ্রহণ করা সহ নারীরস্বাষ্থ্য অধিকার ও আইনী সহায়তা প্রদান করা।

(ঢ) বিভিন্ন প্রকৃতির দূর্যোগকালীণ সময়ে (বন্যা, খড়া জলোচ্ছাস মহামারী) দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ত্রাণ, পূনর্বাসন ও গৃহনির্মাণ কাজে সহযোগিতা করে।

(ণ) কর্ম এলাকায় অসহায় ও প্রতিবন্ধী জনগণকে চিহ্নিত করে উহার প্রতিরোধ, প্রতিকার, পুনর্বাসন ও মৌলমানবিক চাহিদা পুরণে সহায়তা প্রদান করা।

(ত) খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ, কৃষকদের সংগঠীত করা ও কৃষির উৎপাদন ও প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য ও উহার ব্যবহার বাস্তবায়ন করা।

(থ) গণশিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কিন্ডার গার্টেন স্থাপণ সহ শিক্ষার আধুনিকতার প্রতিফলন ঘটানো।

(দ) মানবাধিকার ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের মৌলিক চাহিদা পুরণে সহায়তা প্রদান।

(ধ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরে তাদের কল্যাণকর সহযোগিতা প্রদান করা।

(ন) শিশুদের সুরক্ষয়ায় ও জাতীসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে জেলার বিভিন্ন কর্মসূচী পালন।

২. আমাদের সাফল্য ঃ

আকাস ইতোমধ্যে বিভিন্ন সফল প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেকে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- গ্রামীণ এলাকাগুলিতে শিক্ষার প্রসার।
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থান তৈরি।
- মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগ।
- যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- পরিবেশ বান্ধব কৃষি পদ্ধতির প্রসার।
- এই সাফল্যগুলো অর্জনে আকাস বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা পেয়েছে।

৩.সহযোগীদের অবদান ঃ

আকাসের প্রতিটি উদ্যোগের পেছনে রয়েছে অসংখ্য সহযোগীর নিরলস পরিশ্রম এবং সহায়তা। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ভূমিকা। এছাড়াও, আমাদের কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রেখেছে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো, যেমন:

ইউএসএআইডি	সেভ দ্য চিলড্রেন
অক্সফ্যাম জিবি	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
কেয়ার বাংলাদেশ	কারিতাস বাংলাদেশ

তাদের আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা আমাদের কর্মসূচিগুলোকে সফল করতে সাহায্য করেছে।

৪. আমাদের কর্মীদের ভূমিকা ঃ

আকাসের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে রয়েছে আমাদের কর্মীবাহিনীর নিরলস পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং সৃজনশীলতা। এই কর্মীরা দিনরাত এক করে কাজ করে সংস্থাটিকে তার লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মনোবল, সাহসিকতা এবং কার্যকর পদক্ষেপের ফলেই আজকের আকাস সম্ভব হয়েছে।

৫. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

দারিদ্র বিমোচন, মানবিক উন্নয়ন, এবং সমাজের বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করার যে যাত্রা আকাস শুরু করেছে, তা আরও বিস্তৃতভাবে এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা:

- প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবো।
- নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়নে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করবো।
- পরিবেশ সংরক্ষণে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেবো।
- দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রকল্প চালু করবো।

৬. আমাদের প্রতিজ্ঞা ঃ

আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি সমৃদ্ধ, মানবিক, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে। আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছেন, তাদের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞ। সকল শুভাকাংক্ষী, দাতা সংস্থা, এবং বন্ধুপ্রতীম প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আমাদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে।

আকাস এটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি স্বপ্ন, একটি প্রত্যয়। আমাদের এই যাত্রায় আমরা সবাইকে সঙ্গে চাই, যাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি আলোকিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি|

৭. শেষকথা ঃ

২২ বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথে আকাস দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। স্থানীয় অনুদান এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতা, পাশাপাশি উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা সংস্থাটির এই পথচলাকে শক্তিশালী করেছে।

অসংখ্য চ্যালেঞ্জ এবং বাধার মুখেও আকাস তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। "মানুষ মানুষের জন্য" এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্থার কর্মীরা আত্মনিবেদিতভাবে কাজ করে চলেছেন। তাদের এই নিষ্ঠা ও পরিশ্রম শুধুমাত্র সংস্থাটির কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়েই যায়নি, বরং সমাজের অগণিত মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পরামর্শ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ আকাসের উদ্যোগগুলোকে আরও সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। আকাসের সামনে একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় পথ রয়েছে, যেখানে তারা আরও বৃহত্তর আকারে উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

আমরা আশা করি, আকাস তার কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে সমাজের আরও গভীরে প্রভাব বিস্তার করবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর তাদের এই মানবিক প্রচেষ্টা আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

পরিশেষে, আকাসের অগ্রযাত্রা যেন থেমে না যায়। তাদের কার্যক্রম দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখুক এবং তাদের দ্বারা সমাজে টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক এই কামনায় আমরা তাদের পাশে আছি এবং থাকব।